পটুয়াদের সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার করুন

গ্যালারি, অনুষ্ঠান আয়োজক, মিউজিয়াম, প্রকাশক এবং গণমাধ্যমের জন্য, নীতিগত নিয়মাবলী ও কার্যকর নির্দেশিকা

বালির অ্যাপেক্স ক্লাবের ২০১৯ সালের এই ক্যালেন্ডারটিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটুয়াদের (পটচিত্র শিল্পী) আঁকা কিছু পটচিত্র রয়েছে। বালি অ্যাপেক্স ক্লাব একটা এনজিও যারা প্রবীণ ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে কাজ করেন। এই ক্যালেন্ডারে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা গ্রামের পটুয়াদের আঁকা কয়েকটি পটচিত্রের ছবি রয়েছে। পটচিত্র শিল্পীদের প্রতিভা এবং তাদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে ক্লাব আয়োজিত একটি প্রদর্শনী থেকে ছবিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

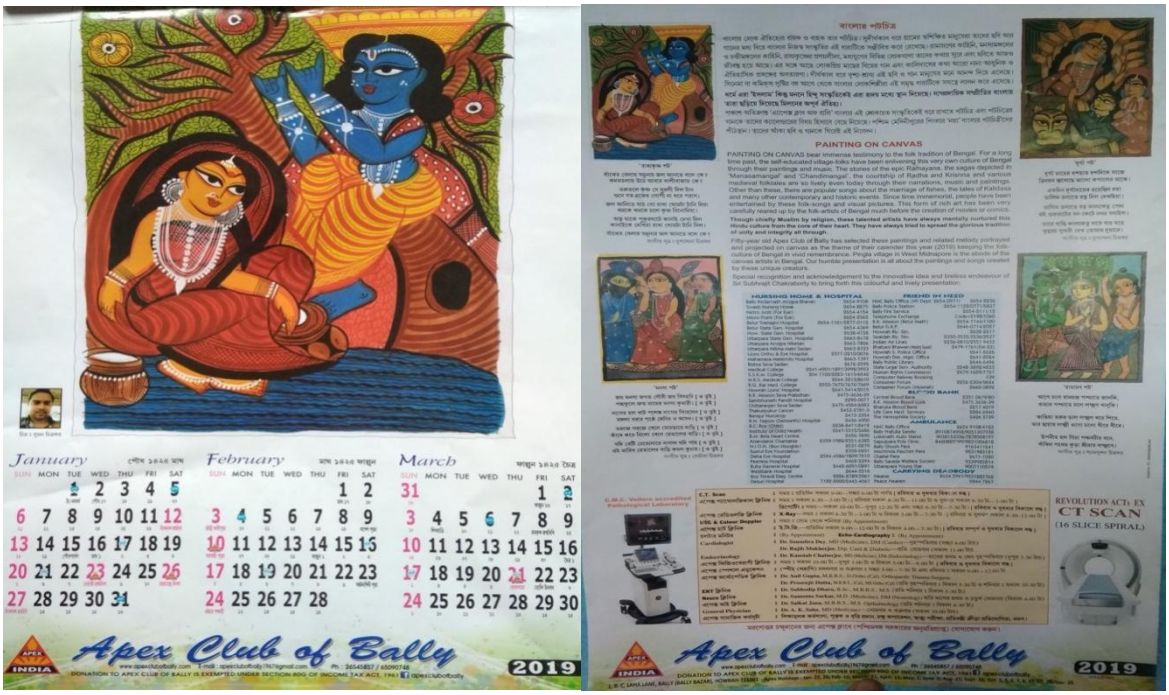

বালির অ্যাপেক্স ক্লাবের ২০১৯ সালের ক্যালেন্ডার। সুমন চিত্রকরের অনুমতিতে নেওয়া। ফটোর কপিরাইট বাংলানাটক ডট কম

ক্যালেন্ডারে ব্যবহৃত একটি ছবি (ওপরে বাঁদিকে) পিংলার সুমন চিত্রকরের আঁকা। সুমনের নাম এবং ফটো তাঁর ছবির পাশে দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অ্যাপেক্স ক্লাব তাদের ২০১৯ সালের এই ক্যালেন্ডারে পিংলার শিল্পীদের স্বীকৃতি দিয়েছে জেনে সুমন আনন্দিত। পটুয়া সম্প্রদায় তাদের শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ও তথ্য জানানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানায়, তাঁদের ঐতিহ্যটিকে সুস্থায়ী করতে এটা একটা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও এভাবে তাদের পটচিত্রগুলি ব্যবহার করার ব্যাপারে সুমন এবং তাঁর সহশিল্পীদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। অন্যভাবে বলতে গেলে অ্যাপেক্স ক্লাব পটচিত্রগুলি ব্যবহার করেছে সুমন ও তাঁর সহশিল্পীদের অনুমতি ছাড়াই।

ভারতের আইন (কপিরাইট, ইমেজ রাইটস এবং পারফর্মারস রাইটস বিষয়ক) পটুয়াদের চিত্রকলা এবং গান তাদের অনুমতি ছাড়া মানুষকে নকল এবং তা বিতরণ বন্ধ করার অধিকার দিয়েছে। শিল্পী এবং যারা তাঁদের কাজ ব্যবহার করতে চান, উভয় পক্ষেরই এই আইনগুলি বোঝা এবং কার্যকর করা অসুবিধাজনক হতে পারে। তাই শিল্পীদের এবং যারা তাঁদের কাজগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সাহায্য করার জন্য আইনি অধিকারগুলিকে বুঝতে পটুয়ারা হিপামস টিমের সহায়তায় এই কোড বা নিয়মাবলী তৈরি করেছে। গ্যালারি, অনুষ্ঠান আয়োজক, মিউজিয়াম এবং প্রকাশকদের মত অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় কীভাবে তাঁরা এগোবে এতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই নিয়মাবলীর মাধ্যমে পটুয়া সম্প্রদায়, ব্যক্তি, সংগঠনগুলির মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে, যাতে যারা তাঁদের তথ্য ও কাজগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন সেই গ্যালারি, অনুষ্ঠান আয়োজক, মিউজিয়াম এবং প্রকাশকরা সবাই পারস্পরিকভাবে উপকৃত হবেন। পটচিত্র কোড সাধারণভাবে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই বিতরণ করা হবে এবং যখনই পটুয়ারা এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কোন প্রকল্প বা অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনায় বসবেন তখন সংগঠকদের নিয়মাবলীর একটা কপি দেওয়া হবে। পটুয়া সম্প্রদায় এবং তাঁদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো, তাঁদের উপযুক্ত স্বীকৃতি এবং সাম্মানিক প্রদান এবং ঐতিহ্যটির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

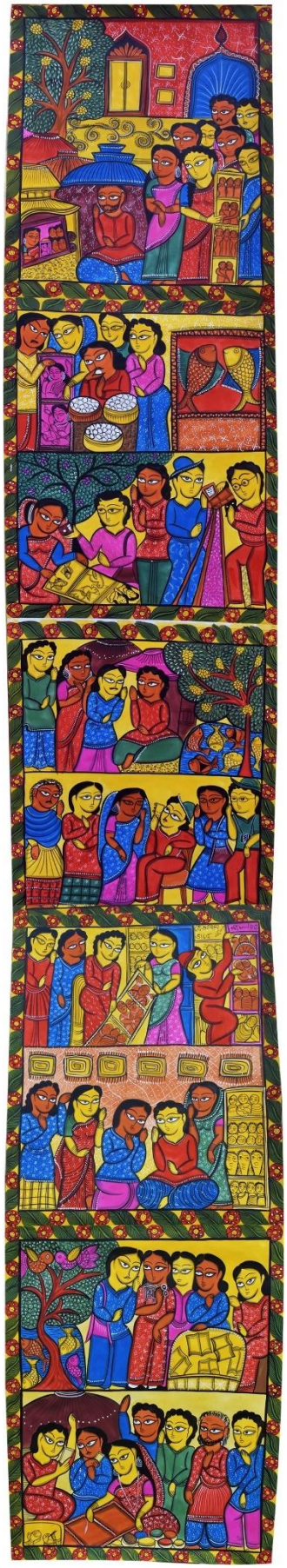

পটচিত্র ঐতিহ্য/আর্ট কোড

গল্প বলা ও উপস্থাপনার কয়েক শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আমরা সুন্দর ও অর্থবহ পটচিত্র তৈরি করি। ভারতীয় হস্তশিল্পের ঐতিহ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার পটচিত্র ক্রাফটমার্ক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরম্পরা সুরক্ষিত করার জন্য বংলা এবং ওড়িশার পটচিত্রকে জি আই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন/ ভৌগলিক চিহ্ন) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

যদিওঃ

- আমাদের কিছু শিল্প বিনা অনুমতিতে অথবা কোন স্বীকৃতি না দিয়ে অন্যরা কপি করে (স্বীকৃতির অর্থ কে বা কারা এঁকেছেন তা জানানো)

- বাংলা/ওড়িশার পটচিত্র হিসেবে কিছু জিনিস বিক্রি হয় কিন্তু সেগুলি ঐতিহ্যবাহী শিল্পীদের তৈরি নয়

- আমাদের অনেক শিল্পী কাজের উপযুক্ত মূল্য পান না

আমরা যা চাইঃ

১. আমরা এখন এবং ভবিষ্যতে পরম্পরা মেনে পটচিত্র আঁকা চালিয়ে যেতে চাই।

২. আমরা বিভিন্ন বিষয়ে গল্প বলার জন্য গান তৈরি করা চালিয়ে যেতে চাই

৩. আমরা চাই মানুষ আমাদের পটচিত্রের ঐতিহ্যকে জানুন ও সম্মান করুন

৪. আমরা চাই যারা আমাদের শিল্প কেনেন তারা জানুন এটা কোথায় তৈরি হয়

শিল্পীদের বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে আঁকা স্বর্ণ চিত্রকরের পট। ফটোঃ বাংলানাটক ডট কম ২০২০

৫. আমরা চাই আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন আমাদের শিল্পকর্ম নকল না করেন।
৬. আমরা আমাদের শিল্পকর্মের ভালো দাম পেতে চাই।
৭. আমরা নিজেদের কাজের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হতে চাই
৮. আমরা আমাদের শিল্পকর্মের যে কোন ব্যবহার থেকে উপকৃত হতে চাই
৯. আমরা সম্মানজনক ব্যবহার পেতে চাই

যে মানুষরা আমাদের শিল্প কেনেন এবং বাড়ি, দোকান, গ্যালারি, মিউজিয়ামে ব্যবহার করেন তারা এভাবে আমাদের সহায়তা করতে পারেন ঃ

১. আমাদের শিল্প ও ঐতিহ্য বুঝে

২. কোথা থেকে শিল্পটি এসেছে এবং কারা এই শিল্পী তা মানুষকে জানিয়ে

৩. একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আমাদের শিল্পের অর্থ ও মূল্যের কথা মানুষকে জানিয়ে

৪. অনুমতি ছাড়া আমাদের শিল্প নকল না করে এবং কাউকে তা করতে বারণ করে

৫. আমাদের পণ্যে ভৌগলিক চিহ্ন বা জিআই ব্যবহারের কথা নিজের বুঝে ও অন্যদের বুঝিয়ে এবং তার প্রতি সম্মান জানিয়ে

যারা গবেষক, সাংবাদিক অথবা ফিল্ম টিভি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তারা আমাদের এভাবে সাহায্য করতে পারেন ঃ

১. আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে
২. পটচিত্রের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে
৩. আমাদের পটচিত্র ঐতিহ্যের মর্ম ও অর্থের কথা মানুষকে জানিয়ে
৪. আমাদের জীবন ও কাজ সংক্রান্ত প্রকল্পের সঙ্গে আমাদের যুক্ত ও পরামর্শ করে
৫. আমাদের শিল্প ও অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে
৬. দেওয়ালচিত্র হিসেবে অথবা পুজো প্যান্ডেলে আমাদের কাজের স্বীকৃতি দিয়ে
৭. বই, সিনেমা ও তাদের অন্যান্য পণ্যে আমাদের দক্ষতার ব্যবহার ও অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে

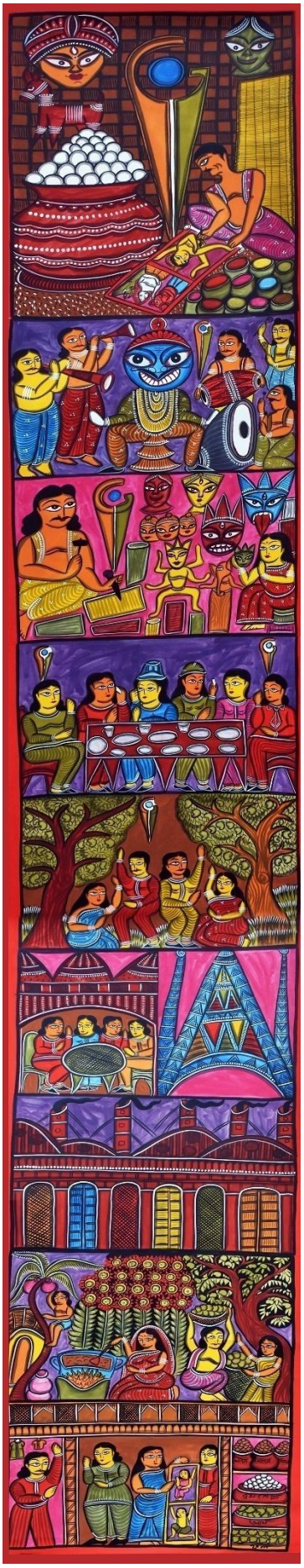

ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার নৈতিক ভিত্তি সংক্রান্ত বুনিয়াদী নীতিগুলি

ইউনেস্কোর ঐতিহ্যগত পরম্পরা সম্মেলন (২০১৫)-এ নীতিগুলি গৃহীত হয়েছে ঃ

১. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি অনুশীলন ও সম্প্রচারিত হয় মানবাধিকার, পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতি মেনে।

২. জনসম্প্রদায় (গোষ্ঠী এবং, যেখানে প্রযোজ্য, ব্যক্তি সহ) তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি কী, এবং তার মর্ম ও মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

৩. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে জনসম্প্রদায় মূল ভূমিকা নেবে এবং তা করতে তাদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা উচিৎ।

৪. জনসম্প্রদায়গুলি ও তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার গাইড লাইন মেনেই এগোতে হবে।

৫. এগুলি রক্ষা করার কাজ হওয়া উচিৎ অংশগ্রহণমূলক, খোলামেলা এবং আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট জনসম্প্রদায়গুলির সম্মতি নিয়ে।

৬. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে সুরক্ষার কাজে জনসম্প্রদায়গুলির সহযোগিতা, সংলাপ, আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে দিয়ে এগোনো উচিৎ।

৭. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে নিয়ে কাজ করার সময় সেগুলির গোপনীয়তা ও সূক্ষ্মতা বজায় রেখেই জনসম্প্রদায়কে এগোতে হবে।

পটচিত্র জিআই বিষয়ে আঁকা মনোরঞ্জন চিত্রকরের পট। ফটোঃ বাংলানাটক ডট কম

৮. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে তুলে ধরার জন্য জনসম্প্রদায়কে নিয়মিতভাবে কাজের উপকরণ বা সরঞ্জাম, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিৎ।

৯. জনসম্প্রদায়গুলিকে তাদের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গুণের ভিত্তিতে উপযুক্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ এবং তাকে অপ্রাসঙ্গিক, বাজারসর্বস্ব করে তোলা, ভুলভাবে উপস্থাপিত করা ইত্যাদির বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া উচিৎ।

১০. নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থেই জনসম্প্রদায়গুলি তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পাগুলি থেকে উপকৃত হওয়া উচিৎ, বিশেষ করে যখন তা সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্যরা ব্যবহার করে বা তাদের জীবনের অঙ্গ করে নেয়।

১১. নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি সুরক্ষিত করা, ব্যবহার করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে জনসম্প্রদায়গুলি উপকৃত হলে সেটা তাদের সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া উচিৎ।